শিশুর মননে ঈমান

সমকালীন প্রকাশন

শিশুর মননে ঈমান

ড. আইশা হামদান

প্রথম প্রকাশ

অক্টোবর ২০১৯

গ্রন্থস্বত্ব

প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ফটোকপি, মুদ্রণ, বই, ম্যাগাজিন বা পত্রিকায় প্রকাশ এবং অনুবাদ নিষিদ্ধ। গবেষণা, শিক্ষা বা সচেতনতার উদ্দেশ্য ব্যতীত বইয়ের অংশবিশেষ কোনো ব্যক্তিগত ব্লগ বা ওয়েবসাইটে প্রকাশ, ফাইল ট্রান্সফার ও ই-মেইল অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

অনলাইন পরিবেশক

www.sijdah.com
www.rokomari.com
www.wafilife.com
www.alfurqanshop.com
www.oneummahbd.com

বাঁধাই এবং মুদ্রণ

নুসরাহ পাবলিশিং সলিউশন : ০১৬১৪-১১১-০০০

ISBN : 978-984-94443-3-6

Published by Somokalin Prokashon, Dhaka, Bangladesh

Price : Tk. 176.00 (Paperback), Tk 216 (Hardcover), US $ 10.00 only.

সমকালীন প্রকাশন

১১/১, ইসলামি টাওয়ার (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা : ০১৬১৬-৬২৬-৬৩৬

“

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সন্তানের প্রতি বাবা-মায়ের সর্বোৎকৃষ্ট উপহার হল—মার্জিত ব্যবহার ও উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষাদান।

[জামি তিরমিযী : ১৯৫২]

সূচিপত্র

বিশুদ্ধ বিশ্বাসে শুরু জীবনের চারা ২১

বিশ্বাস কী? ২১

বিশ্বাসের গুরুত্ব ২১

মুসলিম আর মুমিনের ফারাক ২২

ইহসান ২৪

সন্তান মানুষ করায় বিশুদ্ধ বিশ্বাস ২৫

বাবা-মায়ের প্রধান দায়িত্ব ২৮

বাবা-মায়ের দায় ও জবাবদিহি ২৯

সন্তান এক পরীক্ষা ২৯

সন্তান লালন-পালনে পরীক্ষার বিস্তৃতি ৩১

পুণ্যবান সন্তান মানুষ করার আনন্দ ৩২

সন্তান মানুষ করার আগে যা জানা জরুরি ৩৪

বিয়ের গুরুত্ব ৩৪

বিয়ের সময় যে-বিষয়গুলো দেখা জরুরি ৩৫

সন্তান মানুষ করার দায়িত্ব ৩৬
বাবা-মায়ের পৃথক দায়িত্ব ৩৭
মাতৃত্ব অতি সম্মানজনক 'পেশা' ৩৮
বাবার দায়িত্ব ৪০
সবার আগে নিজেদের ঈমান ৪২
সন্তানের অধিকার ৪২
বুকের দুধ খাওয়ানোর সাথে আত্মিক বন্ধন ৪৩
পুণ্যবান সন্তান পেতে দুআ ৪৪

জ্ঞান ও শিক্ষা ৪৬

ইসলামি জ্ঞানার্জন কতোটা জরুরি ৪৬
জ্ঞান বলতে কোন জ্ঞান ৪৮
জ্ঞান ও সন্তান পালন ৪৮
আরবি ভাষা না জানার বিপদ ৪৯
নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে শেখাতেন ৫০

ফিতরা : মানুষের স্বভাব-ধর্ম ৫৪

শিশুর মাঝে আল্লাহর ভালোবাসা জাগাবেন যেভাবে ৫৭

বিলম্বিত সুখ ৫৯
আল্লাহতে আস্থা ৬০

ফেরেশতাদের চেনাবেন যেভাবে ৬২
নবী-রাসূলপ্রীতি ৬৬
কুরআনের সাথে মিতালি ৬৮

মৃত্যু, কিয়ামত, পরজীবনের তালিম ৭১

মৃত্যু ৭২
দায়িত্ব জবাবদিহি ৭৪
দুনিয়ার বাস্তবতা ৭৪

তাকদিরে বিশ্বাস ৭৭

মুসলিম ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিত্ব যেমন হবে ৮০

ইসলামের আলোকে বিচার ৮১
বড়দের সাথে ৮১
দুখীর সহায় ৮২
ব্যক্তিত্ববান মুসলিম ছেলেমেয়ের আরও কিছু অভ্যাস ৮৩
ইসলাম নিয়ে গর্ববোধ ৮৪
জিহাদের প্রতি ভালোবাসা ৮৫
জাতিগত পরিচয়ের আগে ইসলাম ৮৭

সন্তানের আত্ম-মর্যাদাবোধ বাড়াবেন যেভাবে ৮৮

কীভাবে আত্মমর্যাদা বাড়াবেন ৮৮

পরিবেশ ৯৬

ঘরের পরিবেশ ৯৬
ঈমানি ঘর ৯৬
সালাতময় বাড়ি ৯৭
জ্ঞানচর্চা অবিরাম ৯৮
বাসাবাড়ির আদবকেতা ৯৯
জ্ঞানীগুণী মানুষকে দাওয়াত ১০০

টিভি, ইন্টারনেট, স্মার্টফোন ১০১
ছবি-মূর্তি-কুকুর ১০১
টেলিভিশন-ইউটিউবের সমস্যা ১০২

কেমন হবে বাচ্চার বন্ধুবান্ধব ১০৬

বন্ধুত্ব হবে কার সাথে ১০৭

সাধারণ সমাজ ও মুসলিম সমাজের ফারাক ১১১

শেষ কথা ১১৩

শিশুর মাঝে আল্লাহর ভালোবাসা জাগাবেন যেভাবে

এ কাজটি শুরু হয় জন্মের পর থেকে। একটি মুসলিম শিশু জন্মের পর পর কানে শোনে আজানের ধ্বনি। বড় হতে হতে সে শোনে কুরআনের তিলাওয়াত, সেখানে বারে বারে ফিরে আসে আল্লাহর নাম। নানা যিকিরে সে শোনে 'আল্লাহ' শব্দটি। একটি মুসলিম পরিবারের শিশু এরকম স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহকে খুঁজে পায়। বাবা-মা হিসেবে আমাদের দায়িত্ব এখন আল্লাহকে ভালো করে তার কাছে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। আমরা তাকে শেখাব আল্লাহকে ভালোবাসতে। তাকে বলব আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করতে। তবে খেয়াল রাখব ভালোবাসার বিষয়টিতে যেন জোর দিই বেশি। তাহলে তাঁকে মানা হবে সহজে স্বেচ্ছায়।

প্রকৃতি শিশুর এক উন্মুক্ত পাঠশালা। এখানে ছড়িয়ে আছে আল্লাহর কতো নজির। শিশুরা স্বাভাবিকভাবে প্রকৃতির নানা বিষয়ে কৌতূহলী থাকে। পিঁপড়া থেকে শুরু করে মাঠের গরু—সবকিছুতে তাদের বেজায় আগ্রহ। ওদের এই জিজ্ঞাসু মন কিন্তু আমাদের জন্য বিশেষ সুযোগ। একে কাজে লাগিয়ে আল্লাহর প্রতি ওদের মনে শক্ত বিশ্বাস জাগানো সম্ভব। বিভিন্ন পার্কে বা প্রকৃতির মাঝে ওদের ঘুরতে নিয়ে কথায় কথায় জিজ্ঞেস করুন, 'বলো তো এই যে এতো বড় নদী—এটা কে বানিয়েছেন?', 'বাগানের এতো সুন্দর ফুলটা কে বানালেন?' তখন ওরা দেখবে পৃথিবীর সবকিছুই আল্লাহর সৃষ্টি। সবকিছুতেই তাঁর হাত। স্কুলে আকাইদের অধ্যায় পড়ে ওরা যতোটা আল্লাহকে চিনবে, এভাবে আল্লাহকে ওরা হৃদয়ে লালন করবে অনেক বেশি গুণ। আল্লাহর প্রতি ওরা হবে কৃতজ্ঞ।

ছোট বয়সে ওরা বোঝে না—এই যে এতো আয়েশে ওরা আছে, সুন্দর একটা ঘর, নিয়মিত খাবার-দাবার, পোশাক-আশাক, বাবা-মা যে সবকিছুর ব্যবস্থা ওদের করে দিচ্ছেন—এগুলো আসলে কার কারণে? এই যে ওরা কথা বলতে পারে, সুন্দর সুন্দর ছবি দেখতে পারে, কথা শুনতে পারে—এগুলো কীভাবে হলো? এগুলো সব যে আমাদের প্রতি আল্লাহর দয়া—সেটা ওদের জানান, মনে করিয়ে দেন কথার ফাঁকে আনন্দ-আলাপে। দেখবেন, আল্লাহর প্রতি আনমনে একধরনের ভক্তি-শ্রদ্ধা জেগে উঠবে ওদের মনে। আধ্যাত্মিকভাবে যেমন ওরা বেড়ে উঠবে, তেমনি বুদ্ধিবৃত্তিকভাবেও।

কোনো আনন্দের সংবাদ শুনলে বা ওরা ভালো কিছু অর্জন করলে বলবেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন সময়ে সিজদা দিয়ে শুকরিয়া জ্ঞাপন করতেন। আপনাদেরও এমন করতে হবে। নইলে শুধু বলায় শিশুরা শুনবে না।

আল্লাহ যে ওদের সুস্থ রেখেছেন, স্বাভাবিক রেখেছেন—এটা হয়তো সহজে বুঝবে না। আপনি ওদের নিয়ে অসুস্থ বা পঙ্গু মানুষদের দেখতে যান। কিংবা পথেঘাটে অসহায় মানুষদের দেখিয়ে ওদের ভালো অবস্থার তুলনা করুন। বলবেন, 'দেখো, আল্লাহ তোমাকে কতো ভালো রেখেছেন! তোমার তাঁকে কেমন ভালোবাসা উচিত বলো তো?'

অতি দুরন্ত বাচ্চা আপনাকে তখন অবশ্য পাল্টা প্রশ্ন করবে, 'ওই অসহায় লোকটা তাহলে কেন আল্লাহকে ধন্যবাদ দেবে? কেন কৃতজ্ঞ হবে?'

ওর এসব প্রশ্নে ধমকাবেন না বা বিব্রত হবেন না। এগুলো বাচ্চাদের স্বাভাবিক কৌতূহলের অংশ। ওদের বলবেন, ওই অসহায় লোকটার জন্য ওটা পরীক্ষা। আগের এক অধ্যায়ে আমি বলেছিলাম আল্লাহ কেন মানুষকে পরীক্ষা করেন—সেটা ওকে বোঝাবেন। আর তা ছাড়া এক অসহায় লোকের চেয়েও আরেক অসহায় মানুষ আছে। এভাবে দুর্বলেরা আরেক দুর্বল মানুষকে দেখে নিজের বর্তমান অবস্থায় খুশি থাকবে।

স্কুলে ওরা যখন ছোটখাটো বৈজ্ঞানিক ঘটনা জানবে, সেগুলোর সাথে আল্লাহকে জুড়ে দেবেন। ওরা যখন জানবে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, আর চাঁদ ঘোরে পৃথিবীর চারিদিকে; আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা কিন্তু বলবে না এতো নিখুঁত হিসেব নিয়ে এগুলো কেন একটা আরেকটার চারপাশে ঘুরছে। কেন মহাকাশে কোনো বিশৃঙ্খলা দেখা যাচ্ছে না। সবকিছু কেন একটা নিয়ম মেনে চলছে। এই শূন্যস্থানটা পূরণ করতে হবে আপনাকে—বাবা-মাকে। ওদের জানাবেন কে প্রতিটি জিনিসের জন্য নিখুঁত হিসেব তৈরি করে দিলেন। ওদের জানাবেন সেই ঘটনার কথা, যেখানে আল্লাহ মহাকাশমালা

আর পৃথিবীকে আদেশ করলেন: তোমরা আলাদা হও স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়।

আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নামগুলোর সাথে ওদের পরিচয় করাবেন। ওরা যখন কোনো ভুলের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে তখন বলবেন আল্লাহকে আল-গাফুর বলে ডাকতে। ওরা যখন আল্লাহর কাছে চাইবে, তখন বলবেন, আল-ওয়াহহাব বলে ডাকতে। এভাবে আল্লাহর নামগুলোকে সত্যিকার অর্থে ওদের কাছে প্রিয় করে তুলবেন—কেবল মুখস্থ করানোর জন্য মুখস্থ করাবেন না।

আল্লাহকে ওরা যখন এমন ভালোবাসাময় এক প্রভু হিসেবে চিনবে, তাঁর নানা অনুগ্রহের কথা বুঝবে, দেখবেন কী অবলীলায় আল্লাহর সামনে মাথা ঝোঁকাচ্ছে ওরা। আপনাকে বলতেও হবে না, এই যা নামাজ পড়! বাচ্চা নিজের আগ্রহে আল্লাহর ইবাদত করবে। ওরা বুঝবে আল্লাহ যা করেন সব মানুষের ভালোর জন্য। তিনি মানুষকে খারাপ কিছু করতে বলেন না। খারাপ কিছুর হুকুম দেন না। এভাবে মজবুত নিখাদ ঈমান নিয়ে সন্তান বেড়ে উঠবে বাচ্চা বয়স থেকে।

বিলম্বিত সুখ

মনোবিজ্ঞানে একটা কথা আছে: ডিলেড গ্র্যাটিফিকেশান বা বিলম্বিত সুখ। একটা জিভে-জল-আনা খাবার এখনই খেলে পাবেন আধা কাপ। কিন্তু আধা ঘণ্টা অপেক্ষা করলে পাবেন পুরো এক বাটি। কী করবেন এখন? অবশ্যই আধা ঘণ্টা অপেক্ষা করবেন। যাদের ইচ্ছেশক্তি ভালো, বিবেচনাবোধ আছে তারা অবশ্যই অপেক্ষা করবেন। অন্যদিকে যারা অস্থিরমতি, চঞ্চল, যাদের মাঝে সবর নেই, তারা এখনই আধা কাপ খেয়ে সাময়িক তৃপ্তি নেবেন।

আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানার বেলায় বাচ্চাদের এ-জিনিসটা বোঝাবেন। পৃথিবীতে আল্লাহ আমাদের বেশকিছু কাজ করতে নিষেধ করেছেন। এগুলোর কোনো দৃশ্যমান তৃপ্তি আমরা পাই না এখানে। কিশোর-কিশোরীদের অনেক কিছু থেকে দূরে থাকতে হয় নিজ ইচ্ছের বিরুদ্ধে—কেউ পারে, কেউ হুজুগে গা ভাসায়। বিলম্বিত সুখের বিষয়টা যারা বোঝে, তারা হড়কাবে না। তারা অপেক্ষা করবে আল্লাহর পুরস্কারের। আল্লাহর আদেশ-নিষেধের গুরুত্ব তারা বুঝবে। সে-অনুযায়ী কাজ করবে। পৃথিবীর সাময়িক কিছু সুখের চেয়ে প্রাধান্য দেবে পরকালীন স্থায়ী আনন্দকে। সুমহান আল্লাহ বলেছেন—

এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে যারা মানবে, তাদের তিনি প্রবেশ করাবেন তলদেশে নদী বয়ে যাওয়া জান্নাতে। সেখানে তারা অনন্তকাল ধরে থাকবে। সে-ই তো মহা সাফল্য।[১]

আল্লাহতে আস্থা

একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার চাচাতো ভাই আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাসকে নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন এক সওয়ারিতে চড়ে। যেতে যেতে মহা মূল্যবান বেশকিছু কথা সেদিন বলেছিলেন তাকে, 'আল্লাহকে স্মরণ রাখবে। দেখবে বিপদে তিনি তোমাকে নিরাপদ রাখছেন। আল্লাহকে স্মরণ রাখবে—তাঁকে তোমার প্রয়োজনে সাথে পাবে। কোনোকিছু চাইতে হলে শুধু আল্লাহর কাছেই চাইবে। কোনো সাহায্যের দরকার হলে আল্লাহর কাছেই বলবে।

ভালো করে শোনো, গোটা জাতি যদি এক হয় তোমাকে কোনো সাহায্য করতে—ওরা কিন্তু ততোটুকুই পারবে, যতোটুকু আল্লাহ ভাগ্যে লিখে রেখেছেন তোমার জন্য।

আর গোটা জাতি এক হয়ে যদি তোমার কোনো ক্ষতি করতে চায়—আল্লাহ যতোটুকু লিখে রেখেছেন এরচেয়ে বেশি কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কারণ কী, কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে, আর কালি শুকিয়ে গেছে।'[২]

হাদীসটির অন্য একটি বর্ণনায় আছে, '...সুখের সময়ে আল্লাহকে মনে রাখলে দুঃসময়ে তাঁকে পাশে পাবে। মনে রাখবে, যে-ফাঁড়া তোমার ওপর থেকে কেটে গেছে, তা আসলে কক্ষনো তোমার ওপর পড়ার কথা ছিল না। আর যে-বিপদে তুমি পড়েছ, তা কাটার কোনো কথা ছিল না। আরেকটা কথা, ধৈর্যের সাথে আসে বিজয়, যন্ত্রণার পরে স্বস্তি, আর কষ্টের পরে আরাম।'[৩]

---

[১] সূরা নিসা, আয়াত : ১৩

[২] *জামি তিরমিযী* : ২৫১৬

[৩] *মুসনাদ আহমাদ* : ২৮০৩

এই হাদীসটি প্রত্যেক মুসলিমের ঘরে টাঙিয়ে রাখা উচিত। অল্প কিছু কথায় মানুষের জীবন-দর্শন, জীবন পরিচালনার মূলনীতি এতো অনুপম ভাষায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে শেখালেন—তা এক কথায় অপূর্ব। হাদীসটির কথাগুলো মাথায় থাকলে কখনও কোনো বিপদে কোনো মুসলিম মুষড়ে পড়বে না। কখনও কাপুরুষ হবে না। জীবনপথের খড়্গে আটকে থাকবে না। যাবতীয় চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়াবে বুক চিতিয়ে, আত্মবিশ্বাসে টগবগে হয়ে। সারা জীবনের জন্য আল্লাহর ওপর তৈরি হবে এক অতীন্দ্রিয় আস্থা।

ধরুন বাচ্চার সামনে পরীক্ষা। হাদীসটির কথা বলে ওকে বলুন, যাও আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও। বাচ্চার অসুখ। হাদীসটির কথা বলে ওকে বলুন, দু-হাত তুলে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাও। বাচ্চার মন খারাপ। বলুন, দেখো, যন্ত্রণার পরেই স্বস্তি। ধৈর্যের পরে আনন্দ। অপেক্ষা করো।

অনেক সময় আল্লাহর কাছে যা চাওয়া হয় তিনি তা দেন না। কখনও অন্য কিছু দেন। কখনও একেবারেই কিছু না। বাচ্চাদের তখন বোঝাবেন, আল্লাহর ইচ্ছেই সেরা। নিশ্চয় না দেওয়ার মাঝে কিংবা দেরি করার মাঝেই কল্যাণ। তিনি তো দয়ার সাগর, করুণার আধার—তোমার ভালোর জন্যই তিনি এমনটা করছেন। দেখবেন, ওর মধ্যে দিন দিন আল্লাহর প্রতি পরম আস্থা তৈরি হচ্ছে।

যেকোনো কঠিন মুহূর্তে যাবতীয় মানসিক কষ্ট দূর করার বটিকা হলো আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা। ভবিষ্যৎ জীবনের যেকোনো ঝঞ্ঝায় বাচ্চা আর ঈমানহারা হবে না।

আল্লাহ যা করেন, যেভাবে করেন, তার সব আমাদের ভালোর জন্য—এই তো ঈমানের মূল কথা!

কেমন হবে বাচ্চার বন্ধুবান্ধব

৬ থেকে ১২ বছর বয়সের একটি বাচ্চা দিনের প্রায় ৪০ ভাগ সময় কাটায় বন্ধুবান্ধবদের সাথে। স্কুলে ভর্তি হবার আগে বন্ধুবান্ধবদের সাথে যে-পরিমাণ সময় কাটাত এটা তার দ্বিগুণ। ওদিকে বাবা-মায়ের সাথেও আগের চেয়ে তার কাটানো সময়ের পরিমাণ কমে। বয়ঃসন্ধির সময়টাতে বন্ধুবান্ধবদের সাথে আরও বেশি সময় কাটে তার। বাবা-মা কিংবা আত্মীয়স্বজনদের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ সময় তারা কাটায় সহপাঠী ও বন্ধুদের সাথে। এগুলো অবশ্য তার প্রাপ্তবয়স্ক হবার পথে স্বাভাবিক পরিবর্তন।

বন্ধুবান্ধবদের সাথে সময় কাটাতে কাটাতে তাদের অনেক কিছুর প্রভাব পড়ে তার ওপর। তাদের চিন্তা তার ওপর ভর করে। তারা যা করে, সেও তা-ই করে। টিনএইজ বয়সে তারা বাবা-মা বা অন্য কারও মতের চেয়ে বন্ধুবান্ধবদের মত আমলে নেয় বেশি।

শুধু যে অন্য বন্ধুরা কোনো কিশোরকে প্রভাবিত করে তা-ই কিন্তু নয়, তার প্রভাবও পড়ে অন্যদের ওপর। নিজেদের মতো করে তারা বন্ধু বাছাই করে।

বন্ধুবান্ধবদের সাথে কাটানো সময় বাড়ার কারণে বাবা-মায়ের সাথে সন্তানদের সম্পর্কের ধরন বদলে যায়। বন্ধুবান্ধবদের প্রভাব পড়তে শুরু করে বেশি করে। তবে বাবা-মা এতোদিন ধরে যে-শিক্ষা সন্তানদের দিয়েছেন, পেছন থেকে ওগুলো ঠিকই সন্তানের মাথায় কাজ করে।

বন্ধুত্ব হবে কার সাথে

বাবা-মা হিসেবে বাচ্চাদের এ সময়টায় আপনার দায়িত্ব হবে ভালো ধার্মিক বন্ধু বাছাইয়ে তাদের সাহায্য করা। বাচ্চাদের বন্ধুবান্ধব বাছাইয়ের মূলনীতি হবে, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসারী। যাদের আচার-আচরণ ভালো না, যারা ধর্মের ব্যাপারে অত সচেতন না, তাদের তারা বন্ধু বানাবে না।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> *মানুষ তার বন্ধুর বিশ্বাস-ধ্যানধারণা অনুসরণ করে। কাজেই সাবধান, কাকে বন্ধু বানাচ্ছ।*[১]

আপনার সন্তানের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের ওপর তার বন্ধুবান্ধবদের প্রভাব পড়বে অনেক। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এজন্য বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক হতে বলেছেন। ভালো বন্ধু, ধার্মিক বন্ধু সুপথে থাকার জন্য অপরিহার্য।

ধার্মিক বন্ধুবান্ধব থাকলে আর কিছু না হোক, সময়টা অযথা নষ্ট হয় না। কিছু না কিছু ফায়দা পাওয়াই যায়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> *ভালো বন্ধু আর খারাপ বন্ধুর তুলনা কী শোনো। ভালো বন্ধু যেন সুগন্ধী বিক্রেতা। আর খারাপ বন্ধু যেন কামারের হাপরে ফুঁ দেওয়া ব্যক্তিটি। সুগন্ধী বিক্রেতা হয় তোমাকে কিছু সুগন্ধী দেবে, অথবা তুমি তার কাছ থেকে কিছু কিনবে—আর কিছু না হোক, তুমি অন্তত সুন্দর সুবাস পাবে তার থেকে। অন্যদিকে যে কামারের হাপরে ফুঁ দেয়, হয় সে তোমার কাপড়-চোপড় পুড়িয়ে ফেলবে, আর নয়তো তার থেকে মিলবে বাজে গন্ধ।*[২]

ভালো ধার্মিক বন্ধুরা আপনাকে কল্যাণকর জ্ঞানের সন্ধান দেবে। আপনার আচার-আচরণ চিন্তাভাবনাকে উন্নত করবে। উদ্বুদ্ধ করবে ভালো ভালো কাজে।

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৮৩৫, *জামি তিরমিযী* : ২৩৭৮

[২] *সহীহ বুখারী* : ২১০১

অন্যদিকে বাজে ও অধার্মিক বন্ধুরা আপনাকে টেনে নেবে নানা পাপ কাজে। আপনার জ্ঞান বাড়বে না। আচার-আচরণও দিন দিন হবে খারাপ। কখনও এমন হয় বন্ধুদের ছেড়ে সালাত পড়তে যেতে কেমন অস্বস্তি লাগে। এভাবে সচেতন বা অবচেতনভাবে অধার্মিক বাজে বন্ধুরা আপনাকে সঠিক পথ থেকে ফেলে দেয়। বিচারদিনে এরকম বন্ধু নিয়ে আফসোস করতে হবে—

> *আজ অন্যায়কারীরা আফসোসে নিজেদের আঙুল কামড়াবে। বলবে, 'হায় রে, যদি রাসূলের পথ ধরতাম। পোড়া কপাল আমার। হায় রে, যদি ওকে বন্ধু না বানাতাম। আমার কাছে কুরআন ছিল, কিন্তু সে আমাকে তা থেকে দূরে রেখেছে—শয়তান সবসময় মানুষকে ধোঁকা দিয়েছে।*[১]

অন্যদিকে নিখাদ বিশ্বাসীদের দেওয়া হবে তাদের বন্ধুদের সাথে জান্নাতে প্রবেশের সুখবর—

> *কাছের বন্ধুরা সেদিন একে অপরের শত্রু হবে; ধার্মিকেরা বাদে। (আল্লাহ তাদের বলবেন,) আমার দাসেরা, আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই। কষ্ট নেই। তোমরা আমার আয়াত বিশ্বাস করেছ। তোমরা ছিলে মুসলিম। তোমরা ও তোমাদের সঙ্গীরা আজ আনন্দের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করো!*[২]

আয়াতটির ব্যাখ্যায় আলি ইবনু আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'দুজন মুমিন বন্ধু আর দুজন কাফির বন্ধু। দুজন মুমিন বন্ধুর কেউ একজন যখন মারা যায় আর জান্নাতের সুখবর পায়, তখন সে তার বন্ধুর কথা মনে করে। তার জন্য দুআ করে—আল্লাহ, আমার বন্ধু আমাকে বলত আপনাকে মানতে, আপনার রাসূলের কথা শুনতে। আমাকে ভালো ভালো কাজ করতে বলত। খারাপ কাজ করতে বারণ করত। সে বলত, একসময় আপনার সাথে আমার দেখা হবে। আল্লাহ, তাকে বিপথে যেতে দিয়েন না। আমাকে যা দেখালেন, তাকেও তা দেখান। আমাকে নিয়ে আপনি যেমন সন্তুষ্ট, তাকে নিয়েও সন্তুষ্ট হোন। তখন তাকে বলা হয়, 'তুমি কি জানো তোমার বন্ধুর জন্য কী লেখা আছে? যদি জানতে তাহলে অনেক আনন্দিত হতে, কষ্ট পেতে না।

---

[১] সূরা ফুরকান, আয়াত : ২৭-২৯

[২] সূরা যুখরুফ, আয়াত : ৬৭-৭০

এরপর একদিন তার বন্ধু মারা যায়। দুই বন্ধুর আত্মা এক হয়। দুজনকে বলা হয় পরস্পরের সম্বন্ধে মতামত জানাতে। দুজনেই দুজনকে বলে, 'তুমি ছিলে আমার সবচেয়ে ভালো ভাই, ভালো সঙ্গী, ভালো বন্ধু।'

দুজন অবিশ্বাসী বন্ধুর একজন যখন মারা যায়, আর তাকে জাহান্নামের দুঃসংবাদ দেওয়া হয়, সেও তার বন্ধুর কথা মনে করে। সে তখন বলে, 'আল্লাহ, আমার বন্ধু আমাকে বলত আপনাকে আর আপনার রাসূলকে অমান্য করতে। সে আমাকে খারাপ কাজ করতে বলত। ভালো কাজ করতে বাধা দিত। বলত, আপনার সঙ্গে নাকি কখনও আমার দেখা হবে না। আল্লাহ, আপনি ওকে দিশা দেবেন না। আমাকে যা দেখালেন, ওকেও তা দেখিয়ে ছাড়বেন। আমার বেলায় যেমন অসন্তুষ্ট, ওর প্রতিও তেমন অসন্তুষ্ট হবেন।'

এরপর একসময় অপর অবিশ্বাসী বন্ধুটাও মারা যায়। তাদের আত্মা দুটোকে সামনা-সামনি আনা হয়। দুজনকে বলা হয় দুজনের সম্বন্ধে বলতে। দুজনেই তখন বলে, 'তুমি ছিলে নিকৃষ্ট ভাই, নিকৃষ্ট সঙ্গী, সবচেয়ে খারাপ বন্ধু।'[১]

ভালো বন্ধু পাওয়া আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ। ছোট বয়স থেকে সন্তানকে আপনি মসজিদে নেবেন। তাকে ভালো কোনো ইসলামি স্কুলে ভর্তি করবেন। ইসলামি পরিবারের ছেলে-মেয়েদের সাথে মিশতে দেবেন। ভালো ধার্মিক বন্ধু পাবার সম্ভাবনা তাহলে বাড়বে। বাচ্চাদের বন্ধু নির্বাচনে তাদের তিনটি মূলনীতি দেবেন—

- **এক.** আল্লাহ যে-উদ্দেশ্যে মানুষদের পাঠিয়েছেন তার বন্ধু কি তাতে সহায়ক হবে?
- **দুই.** তারা কি তার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় না-কি এসব নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই?
- **তিন.** তারা কি জান্নাতের দিকে নেবে না-কি জাহান্নামে?

ইসলামে বন্ধুত্বের মাপকাঠি আল্লাহ। যে আল্লাহকে ভালোবাসে, তাকেও আমরা আল্লাহর জন্য ভালোবাসি। আল্লাহর জন্য তাকে আমরা বন্ধু বানাই। এই বন্ধুত্ব কোনোকিছুতে ভাঙে না। কারণ, এই বন্ধন জুড়েছে ঈমানের সুতোয়। এই ঈমানি বন্ধুত্ব এতো মজবুত, একজন আরেকজনের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জীবন

---

[১] *তাফসির ইবনু কাসির*

উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত। এখানে কারও মধ্যে দুনিয়াবি কোনো স্বার্থ থাকে না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> *আল্লাহর জন্য কাউকে যে ভালোবাসবে সে ঈমানের স্বাদ পাবে।*[১]

বিচারদিনে মহামহিম আল্লাহ বলবেন—

> *আমার সন্তুষ্টির জন্য যারা পরস্পরকে ভালোবাসত তারা কোথায়? আজ আমি তাদের ছায়ায় আশ্রয় দেব। আজ আমার ছায়া বাদে কোনো ছায়া নেই।*[২]

বুঝতে পারছেন তো আল্লাহর জন্য কাউকে বন্ধু বানানোর কতো ফায়দা? মুসলিমরা বন্ধুত্ব করবে আল্লাহর জন্য। একজন মুসলিমের গায়ের রং যা-ই হোক, সে যে দেশেরই হোক, তার আর্থিক অবস্থা আমার চেয়ে বেশি হোক কি কম, ধার্মিক হলে তার সঙ্গেই গড়তে হবে মিতালি।

আল্লাহর জন্য যে-বন্ধুত্ব, তার চেয়ে ভালো আর কোনো বন্ধুত্ব পৃথিবীতে নেই।

---

[১] *সহীহুল জামী* : ৫৯৫৮

[২] *সহীহ মুসলিম* : ২৫৬৬